উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৮১, এপ্রিল-জুন ২০২৩

The Hunger Project. BANGLADESH

গণগবেষণায় দারিদ্র্য বিমোচন

চর জীবনে টিকে থাকার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ আর দারিদ্র্যের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। টিকে থাকার লড়াইয়ের এই অভিজ্ঞতাকে কখনও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিবেচনা করা হয় না। ফলে সমাজের বিশাল একটি অংশের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা বঞ্চিত হই। দরিদ্র মানুষের এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা গেলে দরিদ্র মানুষ নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় বিষয়টি প্রমাণ করেছেন রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারি ইউনিয়নের চর ইশোরকুল গ্রামের লেখাপড়া না জানা হত-দরিদ্র, নিরক্ষর একদল নারী। তারা সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে গণগবেষণা পদ্ধতি চর্চার মাধ্যমে প্রচলিত এনজিও ঋণ, মহাজনী শোষণ, অগ্রিম মজুরি বিক্রির পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক, স্যানিটেশনের মতো সামাজিক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সম্মিলিতভাবে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন।

চর ইশোরকুলের নারীদের এই সাফল্য নিয়ে 'দোয়েল গণগবেষণা সমিতি'র কোষাধ্যক্ষ আম্বিয়া খাতুন বলেন, '২০১৩ সালে রংপুর তিলোত্তমা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গণগবেষণা ফাউন্ডেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় নুরনবী, মূর্শিদা বেগম এবং আমি অংশগ্রহণ করি। এই কর্মশালা আমাদের আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা গরীব মানুষরা যদি সমিতি করে সঞ্চয় করতে পারি, তাহলে আমাদেরকে চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে হবে না। আমাদের টাকা আমাদের কাছেই থাকবে। দারিদ্র্য দুর করতে হলে সংগঠিত হবার কোন বিকল্প নেই। সেদিন কর্মশালা থেকে ফিরে আমরা গ্রামের ৬২ জন সদস্য নিয়ে (নারী: ৫৫, পুরুষ: ৭ জন) 'চর ইশোরকুল দোয়েল গণগবেষণা সমিতি' এবং ৬৩ জন সদস্য নিয়ে (নারী: ৫৫, পুরুষ: ৭জন) 'চর ইশোরকুল শেষ সীমানা গণগবেষণা সমিতি' নামে দুটি সমবায় গঠন করি। তখন থেকে সমিতির সকল সদস্য মিলে গণগবেষণা পদ্ধতিতে নিজেদের সমস্যাগুলোকে খুঁজে বের করে সেই সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে আসছি।'

সমিতি পরিচালনায় গণগবেষণা পদ্ধতি চর্চা বিষয়ে 'দোয়েল গণগবেষণা সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক মূর্শিদা বেগম বলেন, 'প্রথমদিকে আমরা সদস্যদের সঞ্চয় এবং ঋণের হিসাব মুখে মুখে রাখতাম। সঞ্চয় এবং ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে হিসাব রাখতে সমস্যায় পড়তে হয়। তখন আমরা গবেষণা করে সঞ্চয়ের হিসাব রাখার একটা বুদ্ধি বের করি। সদস্যদের ব্যক্তিগত পাশ বইতে (দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে দেওয়া) টাকা লেখার ঘরে একটা চিহ্ন (সিল) দিয়ে হিসাব রাখতে শুরু করি। গণগবেষণা করে হিসাব রাখার এই কৌশল বের করার পর হিসাব নিয়ে আর কোনোদিন সমস্যায় পড়তে হয়নি।

সমিতির সভাপতি লাইলি বেগম সমিতির টাকা-পয়সা এবং কাগজপত্র রাখার বাক্স দেখিয়ে বলেন, 'ক্যাশিয়ারের কাছে টাকা থাকলে সদস্যদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়। সদস্যদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য সমিতিতে বসে সবাই মিলে গণগবেষণা করে অর্ডার দিয়ে একটি লোহার বাক্স বানিয়েছি। আমাদের সঞ্চয়ের টাকা এই বাক্সে জমা থাকে। বাক্সের তিন দিকে তিনটি তালা আছে। এই তিনটি তালার চাবি থাকে সমিতির তিনজন সদস্যের কাছে এবং বাক্স থাকে আরেক জনের কাছে। প্রতি মাসে এই বাক্স এবং চাবি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। কোনো নিদিষ্ট একজনকে তো বিশ্বাস করা যাবে না। টাকা-পয়সার ব্যাপার! আমরা এই বাক্সের নাম দিয়েছি, সঞ্চয় সুরক্ষা বাক্স।'

সমিতির সঞ্চয় এবং ঋণ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে 'দোয়েল গণগবেষণা সমিতি'র কোষাধ্যক্ষ আম্বিয়া খাতুন জানান, 'সদস্যরা প্রতি পনের দিন পর ১৩০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। সমিতি সদস্যরা সহজ শর্তে (প্রতি হাজারে মাসিক ৫০ টাকা লাভে) ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত তিন মাসের জন্য ঋণ নিতে পারেন। সদস্যদের এই সঞ্চয়, লাভ ও ঋণের টাকা চক্রাকারে ফেরত আসে বিধায় যখন যার প্রয়োজন তখনই তিনি ঋণ নিতে পারেন।'

আম্বিয়া খাতুন আরও জানান, বছর শেষে (২৪ কিস্তি শেষে) একটি শেয়ারে মোট সঞ্চয় হয় ৩ হাজার ১২০ টাকা। সঞ্চয়ের সঙ্গে লাভ যুক্ত হয়ে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য দাঁড়ায় ৫ হাজার ২২০ টাকা। লাভ ও আসল-সহ মোট টাকা থেকে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় ফান্ডে জমা রেখে বাকিটা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ফলে গণগবেষণা সমিতির এই কার্যক্রম কখনও বন্ধ হয় না। এক্ষেত্রে একাধিক শেয়ারের মালিক একসঙ্গে ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন। তাদের সমিতি বছরে ৪-৫ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করে থাকে বলেও জানান তিনি।

গণগবেষকদের ভাষায়, সমিতির এই কার্যক্রম শুরুর পর থেকে তাদেরকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। চরের নারীরা দিনমজুর হিসেবে বছরে চার পাঁচ মাস ধান, কুমড়া, বাদাম, ভুট্টার জমিতে কাজ করেন। কাজের সময়টাতে তাদের হাতে কিছু টাকা জমা হয়, সেই জমানো টাকার সাথে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে বিগত দশ বছরে কেউ জমি কিনেছেন, কেউ বাড়ি করেছেন, ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আবার কেউ পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ফলে সমিতি করার পর থেকে টাকার জন্য কখনও তাদের যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

গণগবেষণা সমিতি করে একদিকে তারা যেমন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন, অন্যদিকে গণগবেষণার মাধ্যমে তারা দারিদ্র্যের অন্যতম অনুষঙ্গ; বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, স্যানিটেশন, পারিবারিক ও সামাজিক কলহ, মাদক, শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া, সরকারি সেবা প্রাপ্তিসহ সামাজিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সমিতির উদ্যোগে নিজেদের নিরক্ষরতার সমস্যাকে কাটিয়ে এখন প্রায় সবাই লিখতে-পড়তে শিখেছেন।

সমিতির কোষাধ্যক্ষ আম্বিয়ার ভাষায়, গণগবেষণা সমিতি করার পর থেকে আমরা এক সমস্যা দুইবার মোকাবিলা করি না। আমাদের সামনে যে সমস্যাই আসুক না কেন, আমরা সবাই মিলে তার সমাধান বের করি।

এতদিন যারা শুধু একাডেমিক গবেষকদের গবেষণার বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছেন, সেই হতদরিদ্র মানুষগুলো এখন নিজেরাই একেকজন গণগবেষক হয়ে উঠেছেন। যাঁরা আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একেকজন চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। গণগবেষকরা বিশ্বাস ও প্রত্যাশা করেন, তারা তাদের সৃজনশীল চিন্তা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচনের যে নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে।

লেখক: সোহেল রানা, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, গণগবেষণা ইউনিট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম ও সফলতার গল্প

খুলনা অঞ্চল

টিএইপি গ্লোবাল নিউট্রিশন (পুষ্টি নিশ্চিতকরণ) কার্যক্রমের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

কাজী মিজানুর রহমান উপজেলা পর্যায়ে টিএইপি গ্লোবাল নিউট্রিশন (পুষ্টি নিশ্চিতকরণ) কার্যক্রমের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ জুন ২০২৩ তারিখে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সম্মেলন কক্ষে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফকিরহাট -এর আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শিশির বসু।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. দিলদার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ মোস্তাহিদ সুজা, ফকিরহাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মারুফা বেগম নেলী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা পলাশ কুমার বিশ্বাস, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাহিরা খাতুন এবং মেডিকেল অফিসার ডা. মোহিতশাম আরা।

সভার শুরুতে একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট ডা. আওরঙ্গজেব আল হোসাইন। তিনি জানান, গ্লোবাল পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় গর্ভবতী নারী ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। ফকিরহাট উপজেলার সকল ইউনিয়নে মাঠ পর্যায়ে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য ইতিমধ্যে ইউনিয়ন সমন্বয়কারী ও ইউনিয়নভিত্তিক তিনজন পুষ্টি উজ্জীবক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ডা. আওরঙ্গজেব আল হোসাইন-এর উপস্থাপনার পর আমন্ত্রিত অতিথিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং উক্ত কার্যক্রমে নিজেদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথি মো. দিলদার হোসেন তাঁর বক্তব্যে এটিকে একটি দারুণ উদ্যোগ বলে অভিহিত করেন এবং এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করেন। সভার সভাপতি ডা. শিশির বসু তাঁর বক্তব্যে জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

সমন্বিত পরিকল্পনায় সুপেয় পানি পান করছে শত পরিবার

মো. মেহেদী হাসান বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার একটি ইউনিয়ন খাউলিয়া। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে লবণাক্তপ্রবণ এলাকা হওয়ায় সুপেয় পানির কষ্ট ভোগ করছে এখানকার শত শত পরিবার। সরকারি সহায়তায় ডিপিএইচসি-এর আওতায় একটি পিএসএফ স্থাপন করা হয় অনেক আগে। কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহার না করা এবং অযত্ন ও অবহেলায় দিন দিন অকেজো হয়ে পড়ে পিএসএফটি। নতুন করে শুরু হয় সুপেয় পানির কষ্ট। দিন দিন বাড়তে থাকে পানিবাহিত রোগের পরিমাণ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এসডিজি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য খাউলিয়া ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) এর সহযোগিতায় 'গ্রামভিত্তিক কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ভিডিটির সদস্যদের সহায়তায় প্রথমে সোশ্যাল ম্যাপের মাধ্যমে গ্রামের খানা নির্বাচন করা হয়। খানার ওপর ভিত্তি করে যে সকল সমস্যা পাওয়া যায় তা নিয়ে একটি করে গ্রামভিত্তিক কর্মশালার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কর্মশালায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং সেসব সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, খাউলিয়া ইউনিয়নের বরিশাল গ্রামের প্রধান সমস্যা হলো সুপেয় পানির অভাব।

কর্মশালার পরপরই ডিপিএইচসি-এর কারিগরি সহায়তায়, স্থানীয় বিত্তশালীদের আর্থিক সহায়তায় এবং ভিডিটির সদস্য ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সংস্কার করা হয় অকেজো হয়ে যাওয়া পিএসএফটি। বর্তমানে নিয়মিত সুপেয় পানি সংগ্রহ করছে স্থানীয় পরিবারগুলো। ভিডিটির সদস্যগণ একটি পিএসএফ কমিটি গঠন করেছেন এবং একটি তহবিল গঠন করেছেন, যাতে ভবিষ্যতে এই পিএসএফ-এর কোনো প্রকার সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে তহবিলের টাকা দিয়ে মেরামত করা যায়।

একটি সঠিক পরিকল্পনা ও স্থানীয় উদ্যোগেই যে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন খাউলিয়া ইউনিয়নের বরিশাল গ্রামের ভিডিটির সদস্যগণ।

সালমা এখন স্থানীয় নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস

সালমা বেগম এখন আর অসহায় নন। আত্মশক্তি ও নিজ কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা স্বাবলম্বিতা নিয়ে এসেছেন নিজ পরিবারে এবং অনুপ্রেরণা উৎস হয়ে উঠেছেন স্থানীয় অন্য নারীদের। যে আত্মশক্তি তিনি পেয়েছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ থেকে।

সালমার জন্ম বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার বারইখালী ইউনিয়নের উত্তর সুতালড়ী গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হন তিনি। শৈশব থেকেই দরিদ্র পিতার পরিবারে যে অভাব দেখে এসেছেন বিয়ের পর স্বামীর সংসারেও তিনি একই অভাবের মধ্য দিয়ে যেতে থাকেন তিনি। সংসারে অভাবের বোঝা কিছুটা লাঘব করার জন্য তিনি কিছু একটা করার উপায় খোঁজ করছিলেন। ২০১৪ সালে 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৪৬তম ব্যাচ) অংশ নেওয়ার সুযোগ পান।

প্রশিক্ষণের পর উজ্জীবিত নারীনেত্রী সালমা নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালনের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালনের ওপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মাত্র দুটি মুরগি পালনের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তার হাঁস-মুরগির সংখ্যা বাড়তে থাকে। হাঁস-মুরগির ডিম বিক্রি করে দুটি ছাগল ক্রয় করেন তিনি। এভাবে বদলাতে থাকে সালমার জীবন। স্বাবলম্বিতা আসে নিজ সংসারে। বর্তমানে হাঁস-মুরগি ছাড়াও তিনি ৩০টি ছাগল ও একটি গাভি পালন করছেন। নিজ পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর হাঁস-মুরগির ডিম, ছাগলের ও গাভির দুধ বিক্রি করে প্রতিমাসে তিনি গড়ে পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন। সালমা বেগম উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে পশুর বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি সঠিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল বিষয়ে গ্রামের নারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উৎসাহ দেন।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

গাংনীতে একই মঞ্চে রাজনৈতিক দলের নেতারা!

দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মহাসমাবেশ ও শান্তি সমাবেশকে ঘিরে যখন রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় চলছে সংঘর্ষ, সহিংসতা, তখন মেহেরপুরের গাংনীতে একই মঞ্চে মিলিত হলেন আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতারা। এক মঞ্চে বসে তাঁরা অঙ্গীকার করলেন সহিংসতার পথে না গিয়ে মেনে চলবেন নির্বাচনী আচরণবিধি।

৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখে গাংনী উপজেলা শাখা/কমিটির সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের এক মঞ্চে বসার আয়োজন করে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'। এদিন আওয়ামী লীগের পক্ষে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার ও প্রচারণা সম্পাদক প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আজিজুল হক রানু, আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু এবং আল্পনা আক্তার। বিএনপি নেতাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু এবং জেলা বিএনপির নেতা আব্দাল হক। জাতীয় পার্টির গাংনী উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত নেতারা অঙ্গীকার করেন, 'জাতীয় পর্যায়ে যাই হোক আমরা স্থানীয়ভাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থান তৈরি করব। সহিংসতা পরিহার করে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকব।'

একইভাবে সম্প্রীতির কুষ্টিয়া গড়ে তোলার জন্য এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে একটি আচরণবিধি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভাটি ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পিএফজির আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের ৫৯ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর ইয়ুথ কনফারেন্স-২০২৩
আগামীর সোনার বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার গ্রহণ

'অকুতোভয় তারুণ্যের সমাবেশ, গড়ব আগামীর সোনার বাংলাদেশ'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুর ইয়ুথ কনফারেন্স-২০২৩।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া সিদ্দিকা সেতু, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম, গাংনী উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম-এর সভাপতি আব্দুর রব, মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন, করন্দি কলেজে শিক্ষক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, শিক্ষক ও সাংবাদিক এস এম রফিকুল ইসলাম বকুল, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ কামাল পলাশ, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ফিরোজ আহমেদ পলাশ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা ইয়ুথ ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর ইনজামামুল হক।

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিট থেকে শতাধিক ইয়ুথ লিডার যোগ দেন এবং সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন-সহ বিগত সময়ে অর্জিত তাদের বিভিন্ন সফলতা তুলে ধরেন। আলোচনা সভা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে শেষ হয় মেহেরপুর ইয়ুথ কনফারেন্স-২০২৩।

রেকছোনার পাল্টে যাওয়ার গল্প

শাহ আলম ■ নওদা হোগলবাড়িয়া মহিলা সমবায় সমিতির পরশে পাল্টে গেল আত্মবিশ্বাসী রেকছোনা পারভীনের জীবন। রেকছোনার জন্ম ১৯৮৫ সালে, মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা হোগলবাড়িয়া গ্রামে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার সৌভাগ্য হলেও বাল্যবিবাহের শিকার হন তিনি। ফলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় তার।

পিতার পরিবার সচ্ছল হলেও একই গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান মো. ফয়েজ উদ্দীন-এর সঙ্গে বিয়ে হয় রেকছোনার। স্বামীর পরিবারে অভাব-অনটন ও দরিদ্রতাকে দেখেছেন কাছ থেকে।

স্বামীর কৃষিকাজের আয় দিয়ে কোনোরকম ঘর-সংসার চলত। এরই মধ্যে ঘর আলোকিত করে আসে তিন তিনটি ফুটফুটে কন্যাশিশু। পাঁচ সদস্যের সংসারে অভাব যেন তখন থেকেই জেঁকে বসেছিল।

সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠালেও তাদের লেখাপড়া কতদূর চালিয়ে নেওয়া যাবে তা ছিল অনিশ্চিত। স্যানিটেশনের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক, ঘরের পর্দা ছিল পুরানো কাপড়ের। ছিল না নিজস্ব নলকূপ। স্থানীয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নলকূপের পানি ব্যবহার করতে হতো। বাড়ির আঙ্গিনায় পতিত জায়গা থাকলেও জানা ছিল না ব্যবহারের উপায়।

২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে নওদা হোগলবাড়িয়া গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া সদস্যদের সংগঠিত করতে একটি সভার আয়োজন করে। এতে নেতৃত্ব দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর নারীনেত্রী ইভা আক্তার। তিনি ভিডিটির সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হন যে নিজেরা সংগঠিত না হলে অন্য কেউ এসে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিবে না। নারীনেত্রী ইভা আক্তার-এর অনুপ্রেরণায় রেকছোনা যুক্ত হন 'নওদা হোগলবাড়িয়া মহিলা সমবায় সমিতি'র সঙ্গে। এরপর শুরু হয় তার পরিবর্তনের যাত্রা।

'প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মশালা, স্যানিটেশন বিষয়ক কর্মশালা, গণগবেষণা সমিতির সভা, ভিডিটির সহায়তায় বিসিক থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, কৃষি অফিস থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত সেলাই প্রশিক্ষণ তার দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং তাকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলে।

তিনি উপলব্ধি করেন, সমস্যা সমাধানের একমাত্র কারিগর তিনি নিজেই। তিনি চাইলেই পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব।

রেকছোনা সমবায় সমিতিতে প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করতে থাকেন। এর পাশাপাশি সমিতি থেকে বিনা সুদে ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন এবং কাপড় সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। এরপর কাপড় সেলাই করে প্রাপ্ত টাকা জমিয়ে ২০২১ সালে করোনার মধ্যে কিছু হাঁস-মুরগি ও ছাগল ক্রয় করেন এবং লালন-পালন শুরু করেন।

অল্পদিনেই হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন এবং সেলাইয়ের আয় থেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেন রেকছোনা। তিনি পরবর্তীতে ভিডিটি কর্তৃক আয়োজিত 'বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে রেকছোনা বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ শুরু করেন। ফলে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ-সহ বাড়তি আয়েরও পথ তৈরি হয়।

রেকছোনা বর্তমানে প্রতিমাসে ৫,১০০ টাকা আয় করেন। আয়-রোজগার বাড়ার কারণে তিনি নিজ বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নলকূপ বসিয়েছেন। তিনি সন্তানদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠান এবং হোম টিউটর রাখা-সহ সন্তানদের শিক্ষার ব্যয়ভার যোগান দেন।

রেকছোনা পারভীনের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, স্বামীকে চাকরি থেকে ফিরিয়ে এনে একটি ব্যবসা দাঁড় করিয়ে দেওয়া এবং সন্তানদের সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

বরিশাল অঞ্চল

'প্রয়োজনীয় পুষ্টিবার্তা ও স্বাস্থ্যবিধি' বিষয়ক উঠান বৈঠক স্বাস্থ্য সচেতন হলেন কেওড়া ইউনিয়নের ২০ জন নারী

মা ও শিশুর অপুষ্টি রোধে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ১,০০০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৫ জুলাই ২০২৩ তারিখে ঝালকাঠি সদর উপজেলার কেওড়া ইউনিয়নে 'অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবার্তা' বিষয়ক একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ০১নং ওয়ার্ডের উত্তর পিপলিতা মোল্লা বাড়িতে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা ও দুই বছর বয়সের নিচে যাদের সন্তান রয়েছে এমন ২০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এতে নারীনেত্রী নাসরিন আক্তার চার্লি ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে গর্ভবতী মাকে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকা নেওয়া, ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকা, আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া, বাচ্চাকে ছয় মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ছয় মাস পরে বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো, শিশুর ডায়রিয়া হলে করণীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের গুরুত্ব ইত্যাদি ফ্লিফচার্টের ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। এছাড়া ০৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে কীর্ত্তিপাশা ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের কীর্ত্তিপাশা মন্ডল বাড়িতে নারীনেত্রী শেফালী হালদার-এর আয়োজনে 'প্রয়োজনীয় পুষ্টিবার্তা ও স্বাস্থ্যবিধি' বিষয়ক আরেকটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবারে স্বচ্ছলতা আনয়নে ভূমিকা রাখছেন নারীনেত্রী মোসা. সালমা

'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– এ স্লোগানের প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা আনয়নে ভূমিকা রাখছেন উজ্জীবক ও নারীনেত্রী মোসা. সালমা।

সালমা বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের চাঁদপাশা গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারেননি। ফলে অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় তার। সালমা বর্তমানে তিন পুত্র সন্তানের মা।

২০১৩ সালে তিনি স্থানীয় এক ইউপি সদস্যের মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর আমন্ত্রণে সালমা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৭৭তম ব্যাচ) অংশ নেন। এরপর ২০১৫ সালে তিনি উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (২,১৯৮তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণগুলো তার জানার পরিধি বাড়িয়ে দেয় এবং আত্মনির্ভরশীল হতে তাকে উজ্জীবিত করে তোলে। একজন নারী হয়েও যে পরিবারের উন্নয়নে অবদান রাখা যায় তা তিনি প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে জানার সুযোগ পান।

সালমার স্বামী মো. জসিম উদ্দিন স্বল্প বেতনে চাকরি করায় তার পরিবারে তেমন সুখ-স্বাছন্দ ছিল না। তাই পরিবারের স্বচ্ছলতা আনতে তিনি নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করা শুরু করেন এবং সফলতাও পান। ৮০ হাজার টাকায় একটি ষাঁড় গরু বিক্রি করে আগের কিছু জমানো টাকা দিয়ে একটি আধা পাকা ঘর নির্মাণ করেন।

বর্তমানে সালমার তিনটি ছাগল রয়েছে, যেগুলো বিক্রি করে ৩০-৩৫ হাজার টাকা আয় করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি। এছাড়া তিনি বেশকিছু হাঁস-মুরগি পালন করছেন। এগুলোর ডিম বিক্রি করে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগান দিচ্ছেন তিনি।

পরিবারের উপার্জন বাড়ানোর পাশাপাশি মোসা. সালমা বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত রয়েছেন। বাল্যবিবাহ বন্ধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে উঠান বৈঠক পরিচালনা করে যাচ্ছেন তিনি।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

সামাজিক সম্প্রীতি কর্মশালা

সংঘাতমুক্ত জালিয়াপালং গড়ার অঙ্গীকার গ্রহণ

কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নকে যে কোনো পরিস্থিতে সংঘাতমুক্ত রাখার শপথ নিয়েছেন ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ। ১২ মে ২০২৩ তারিখে ইউনিয়নের নিদানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সামাজিক সম্প্রীতি কর্মশালায় তাঁরা এই শপথ নেন। উখিয়া উপজেলা পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ ও ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর গ্রুপের আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে এলাকার পরিস্থিতি যেন সংঘাতময় না হয়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। এলাকার সামগ্রিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নাগরিকদের করণীয় নিয়েও আলোচনা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত এসপিএল প্রকল্পের জেলা সমন্বয়ক আব্দুর রবের সঞ্চালনায় ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল উখিয়া উপজেলার সভাপতি শফিউল আলমের সভাপতিত্বে কর্মশালাটি পরিচালিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিদানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রেজাউল করিম। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ নূর। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এখলাস মিয়া, আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম, আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া, ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এহসানুল করিম প্রমুখ।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্রাম গড়ার প্রত্যয়ে

ভিডিটির উদ্যোগে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

'দশে মিলে স্বপ্ন দেখি, পরিচ্ছন্ন গ্রাম গড়ি'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের নতুনঘোনা গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে ভিডিটির ফলো-আপ সভায় ভিডিটির সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন যে, বর্তমানে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন আবশ্যক। তা না হলে গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাবে এডিস মশা বিষয়ে বিশদ ধারণা পাবে না এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নানান ধরনের সংক্রামক রোগ সৃষ্টি হবে। উঠান বৈঠক আগামী দু মাসে কয়েকবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যাতে গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছায়।

সিলেট অঞ্চল

দিরাইয়ে শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আচরণবিধি স্বাক্ষর

মর্যাদা, নিরাপত্তা, বহুত্ববাদ এবং শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহের আচরণবিধি স্বাক্ষর করেছেন দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

'সংঘাত নয়, ঐক্যের বাংলাদেশ চাই'– স্লোগানকে সামনে রেখে ১০ জুন ২০২৩ তারিখে জালাল সিটি কনফারেন্স হলে সর্বদলীয় সম্প্রীতি উদ্যোগ দিরাই পিএফজির উদ্যোগে শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায়

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আচরণবিধি স্বাক্ষর করেন দু দলের নেতারা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দিরাই পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সিরাজ-উদ-দৌলা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান মামুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বদলীয় সম্প্রীতি উদ্যোগ সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির সমন্বয়কারী মিসবাহ উদ্দিন, দিরাই পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর দিরাই উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ চৌধুরী, দিরাই পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর দিরাই উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাপ মিয়া, দিরাই পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর সুনামগঞ্জ জেলা মহিলা লীগের সহ-সভাপতি ও দিরাই উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রিপা সিনহা প্রমুখ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করেন দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সিরাজ-উদ-দৌলা এবং বিএনপির পক্ষে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ চৌধুরী। স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন দিরাই উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাপ মিয়া, সুনামগঞ্জ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট রিপা সিনহা, দিরাই প্রেসক্লাবের সভাপতি সামছুল ইসলাম সরদার খেজুন।

আচরণবিধিতে বলা হয়, 'আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ স্থানীয় জনগণ ও স্ব স্ব সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে দেশের ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা, সহিংসতা ও উগ্রপন্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'মর্যাদা, নিরাপত্তা ও বৈচিত্র্য'কে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে একটি উদার, সহিষ্ণু, বহুত্ববাদী, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ, মুক্ত ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এই আচরণবিধির সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এই আচরণবিধি মেনে চলার অঙ্গীকার করছি।'

মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ রুমেনা আক্তার ঝুনু

হারান ধর ■ রুমেনা আক্তার ঝুনু, মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে যিনি সদা সচেষ্ট থাকেন, যিনি নিজ এলাকায় 'সেবিকা আপা' নামেই পরিচিত।

ঝুনু সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার খুরমা দক্ষিণ ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি ১৯৭৯ সালে চেচান গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বহু সংগ্রামের পথ মাড়িয়ে ২০০০ সালে বিএ পাস করেন ঝুনু। তারপর ২০০১ সালে একই গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আবু তাহের-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের চার বছর পর তার পরিবারে আসে প্রথম সন্তান।

২০১৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় তিনদিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ঝুনু। এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি আলোকিত সহজ পথের সন্ধান পান। অসহায়ত্ব কাটিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে এই প্রশিক্ষণ তাকে পথ দেখায়। তিনি মানবসেবায় কাজ করার জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। বর্তমানে ঝুনু 'সীমান্তিক নতুন দিন'-এর স্বাস্থ্য সেবিকা হয়ে জনগণের দৌড়গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। তিনি স্বল্পমূল্যে মানুষের ঘরে ঘরে বিভিন্ন রোগের ওষুধ বিক্রি করেন। এছাড়া তিনি গ্রামের অসহায় নারী-পুরুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছেন এবং বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। মানুষের সেবা করতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করলেও তা তাকে স্পর্শ করে না।

স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে কাজ করার বিনিময়ে রুমেনা আক্তার ঝুনু প্রতিদিন পাঁচশত টাকা বেতন পান। এরফলে তার পরিবারে এসেছে স্বচ্ছলতা। ঝুনু বিশ্বাস করেন, মানুষ যদি নিজ কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে তার জীবনে পরিবর্তন আসবেই।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

গ্রামবাসীর ভরসাস্থল হয়ে উঠছে টাঙ্গাইলের মোমিনপুর গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি)

তৃণমূলের জনগণের অধিকাংশ সমস্যাই স্থানীয়। স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততায় স্থানীয় উদ্যোগেই স্থানীয় অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার ফলদা ইউনিয়নের মোমিনপুর গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) সেটাই করার চেষ্টা করছে এবং গ্রামের উন্নয়নে একের পর এক কাজ করার কারণে তারা গ্রামবাসীর আশা-ভরসার কেন্দ্র হয়ে উঠছেন।

গ্রাম উন্নয়ন দলের সাধারণ তথ্যঃ মোমিনপুর গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) গঠিত হয় ২০১৭ সালের মে মাসের ৩ তারিখে। উক্ত দলের সদস্য সংখ্যা ১৭ জন, যার মধ্যে সাতজন নারী ও দশজন পুরুষ।

এ পর্যন্ত গৃহীত উদ্যোগ: ভিডিটির উদ্যোগে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো: গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ একটি, নারীনেত্রীদের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ বিষয়ক উঠান বৈঠক পাঁচটি, কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক উঠান বৈঠক চারটি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ বিষয়ক উঠান বৈঠক তিনটি, বৃক্ষরোপণ বিষয়ক উঠান বৈঠক পাঁচটি, করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি পালনে অভ্যাসগত পরিবর্তন বিষয়ক উঠান বৈঠক পাঁচটি, গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি বিষয়ক উঠান বৈঠক তিনটি, শিশুদের টিকা গ্রহণ বিষয়ক উঠান বৈঠক দুটি।

ভিডিটির অর্জিত সাফল্য:

১. বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম গঠন: নারীনেত্রী ও অন্য স্বেচ্ছাব্রতীদের তৎপরতায় মোমিনপুর গ্রামে বাল্যবিবাহের ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে ওঠেছে। এর ফলস্বরূপ গ্রামটি বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা ও ঘৃণাবোধ তৈরি হওয়ায় গ্রামের কোনো অভিভাবক তাদের সন্তানদের বাল্যবিবাহ দেন না। তবুও কেউ সন্তানকে বাল্যবিবাহ দিতে চাইলে ভিডিটির সদস্যরা অভিভাবকদের বুঝিয়ে ও প্রশাসনের সহায়তায় উক্ত বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত এমন প্রায় ২০টিরও বেশি বাল্যবিবাহের চেষ্টা থামিয়ে দিয়েছেন ভিডিটির সদস্যরা। সর্বশেষ এ বছরের শুরুর দিকে তারা দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া মিনারা আক্তার নামের এক মেধাবী ছাত্রীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হন।

২. বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ামুক্ত গ্রাম গঠন: ভিডিটির প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ সভার মাধ্যমে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন যে, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া কোনো শিশুর সন্ধান পাওয়া গেলে যে যার অবস্থান থেকে তাকে পুনরায় বিদ্যালয়গামী করতে ভূমিকা রাখবেন। যদি সেটা আর্থিক কারণে হয়, তাহলে তাদের নেতৃত্বে কমিউনিটি ফিলানথ্রোপির মাধ্যমে তার পড়ালেখার খরচ বহন করা হবে। এ অঙ্গীকারের সুফল আজ এ গ্রামবাসী পাচ্ছেন। মোমিনপুর গ্রামে আজ এমন কোনো শিশু নেই যারা আর্থিক বা অন্য কোনো কারণে শিক্ষা থেকে ছিটকে পড়েছে। বলা যায়, গ্রামের শতভাগ শিশুই এখন বিদ্যালয়গামী।

৩. বিল থেকে পোনা মাছ শিকার বন্ধ করা: আগে গ্রামের পাশের একটি বিল থেকে এলাকার অসচেতন মানুষ প্রচুর পরিমাণে পোনা মাছ শিকার করতেন। বিষয়টি নিয়ে ভিডিটির সদস্যগণ সাামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে তারা স্থানীয় ইউপি সদস্য এবং অন্যান্য সচেতন ও প্রভাবশালী মানুষের সহায়তায় উক্ত পোনা মাছ শিকার বন্ধ করতে সক্ষম হন।

৪. সবুজ গ্রাম গড়ে তোলা: ভিডিটির উদ্যোগে মোমিনপুর গ্রামে বৃক্ষরোপণ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে ওঠে, যার ফলশ্রুতিতে গ্রামের বাসিন্দারা নিজ নিজ বাড়িতে নিজ উদ্যোগেই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বর্তমানে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে প্রয়োজনীয় সবুজ বৃক্ষ। ভিডিটির সদস্যদের অনুপ্রেরণায় মোমিনপুর গ্রামটি এখন একটি সবুজ গ্রামে পরিণত হয়েছে।

৫. কমিউনিটি ফিলানথ্রোপি: কমিউনিটি ফিলানথ্রোপি কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিডিটির সদস্যরা স্থানীয় বিত্তশালীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটি তহবিল গড়ে তোলেন। উক্ত তহবিল থেকে রমজানের সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সময়ে গ্রামের হতদরিদ্র খানাগুলোতে চাল, চিনি, ডাল-সহ অন্যান্য নিত্যপণ্য বিতরণ করেন।

৬. স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অগ্রগতি: বিদ্যালয়গামী এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত কিশোরীদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলেছেন ভিডিটির সদস্যরা। এরফলে মোমিনপুর গ্রামের মেয়েদের মধ্যে স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক ও নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বয়ঃসন্ধি বিষয়ক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার প্রবণতা বেড়েছে।

গৃহবধূ থেকে দিবা রাণী সরকার এখন আলোর দিশারী

'আমি জীবনেও ভাবিনি যে আমার মতো একজন সাধারণ নারী কোনো একটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হতে পারবো। এটা আমার মাথায় স্বপ্নেও আসেনি। কারণ আমি ছিলাম একজন সাদাসিধে গ্রামীণ নারী। আমার কোনো চাকরি বা আয়ের উৎস ছিল না, এমনকি আমার স্বামীরও বলার মতো কোনো স্থায়ী আয়-রোজগারের ব্যবস্থা ছিল না। তাই রান্না-বান্না আর সন্তানদের দেখভালের বাইরে আমার আর কোনো স্বপ্ন তৈরি হয়নি।'

উপরোক্ত কথাগুলো বলছিলেন দিবা রাণী সরকার। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার দামিহা ইউনিয়নের বাসিন্দা। তার ভাষায়, তার জীবনে পরিবর্তন এনে দেয় একটি প্রশিক্ষণ। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (২৪২তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, জীবনেও করার মতো অনেক কিছু রয়েছে এবং এজন্য তাকে বাড়ির বাইরেই যেতে হবে এমনটা নয়।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে দিবা রাণী তার গ্রামের আরও ৩০ জন নারীকে একত্রিত করে একটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তোলেন। বর্তমানে এই সমিতির ঘুর্ণায়মান পুঁজির পরিমাণ ছয় লাখ টাকা। উক্ত পুঁজি থেকে স্বল্প লাভে ঋণ হিসেবে নিয়ে সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। দিরা রাণী উক্ত সমিতি থেকে সহযোগিতা নিয়ে এবং কৃষি অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নিজ বাড়িতে একটি পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলেন। একইসঙ্গে তিনি পোল্ট্রি ও মাছের খাবারের একটি ব্যবসা চালু করতে সক্ষম হন, যা মূলত তার ভাগ্যের চাকাকে ঘুরিয়ে দেয়।

দিবা রাণী এখন একজন স্বনির্ভর নারী। তার মাসিক আয় গড়ে প্রায় দশ হাজার টাকা। সংসার চালানো এবং সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগানোর জন্য এখন তাকে অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে হয় না।

আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দিবা রাণী দামিহা গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গ্রামবাসীর দারিদ্র্য

দূর করা ও তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। দামিহা গ্রামে এমন একজন লোকও নেই যিনি দিবা রাণীকে চেনেন না। এর কারণ হলো তিনি গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে যান এবং গ্রামবাসীর জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। দিবা রাণী-সহ অন্য স্বেচ্ছাব্রতীদের সক্রিয়তার কারণে দামিহা গ্রাম এখন বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দিবা রাণীর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা গণগবেষণা সমিতি থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে গ্রামের অনেক মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছেন।

দিবা রাণী সরকারের নানান সাফল্যের ডানায় সর্বশেষ পালকটি লাগে যখন দামিহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত বছর তাকে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে মনোনীত করে।

রংপুর অঞ্চল

দারিদ্র্যমুক্তি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে

স্থানীয় সংগঠন গড়ে তুলছেন বড়বিল ইউনিয়নের স্বেচ্ছাব্রতীরা

ঘাঘট নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার বড়বিল ইউনিয়ন। আত্মনির্ভরশীল সমাজ বিনির্মাণে এবং সামাজিক পুঁজি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ইউনিয়নের স্বেচ্ছাব্রতীরা গড়ে তুলছেন বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন ও গণগবেষণা সমিতি।

২০২২ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে বাগপুর চোত্তাপাড়া গ্রামের উজ্জীবক মোছা. শিউলি আক্তার এলাকার পিছিয়ে পড়া ২১ জন নারীকে নিয়ে 'সূর্যমুখী গণ গবেষণা সমিতি' নামে একটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তোলেন। এরপর থেকে সমিতির সদস্যরা ২০ টাকা করে সঞ্চয় করছেন। সমিতির সর্বশেষ মূলধন দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার দুইশত টাকা। সঞ্চয়কৃত অর্থ ঝুঁকিমুক্ত খাতে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সমিতির সদস্যরা। তারা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গোসলের নেট তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নেট তৈরির কাজ করছেন উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ছাড়াও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নারী নির্যাতন বন্ধ, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, কীটনাশক ও রাসায়নিক মুক্ত শাকসবজি চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা পালন ও জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছেন তারা। ইতিমধ্যেই সমিতির উদ্যোগে পাঁচজন শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করে তাদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'সূর্যমুখী গণ গবেষণা সমিতি'র সদস্যরা বিশ্বাস করেন, 'যৌথ চিন্তা, যৌথ শক্তি, সংগঠনে মেলে মুক্তি'।

ভার্মি কম্পোস্ট চাষে স্বাবলম্বী জিল্লুর রহমান

রংপুর সদর উপজেলা খলেয়া ইউনিয়নের গণগবেষক মো. জিল্লুর রহমান। তিনি সৌদি আরবে প্রায় পাঁচ বছর অতিবাহিত করে নাড়ির টানে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দেশে এসে বেকার হয়ে পড়েন এবং চিন্তার রেখা পড়ে তার কপালে। এ সময় 'কৃষি বাড়ি লিমিটেড'-এর সভাপতি ও স্থানীয় ইয়ুথ লিডার মো. ওয়ালিদ প্রামাণিক সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। ওয়ালিদের কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা ও প্রাথমিক ধারণা নিয়ে জিল্লুর রহমান নিজ বাড়িতে ভার্মি কম্পোস্ট সার (জৈব সার) উৎপাদন শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে ৩০টি রিং স্লাভ তৈরি করে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করা শুরু করেন তিনি।

৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ভার্মি কম্পোস্ট বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন জিল্লুর রহমান। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি ভার্মি কম্পোস্ট বিষয়ে ব্যাপক ধারণা লাভ করেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি ভার্মি কম্পোস্ট চাষকেই উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন এবং এতে পূর্ণ মনোযোগ দেন। নতুন করে তিনি আরও ৫০টি রিং স্লাভ তৈরি করেন। বর্তমানে জিল্লুর রহমান প্রতি মাসে ৪-৫ টন সার উৎপাদন করেন এবং সার বিক্রি করে প্রতিমাসে প্রায় ২০ হাজার টাকা আয় করেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজ পরিবারের স্বচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন।

মো. জিল্লুর রহমান জানান, কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই উৎপাদন বাড়াতে ও বিষমুক্ত ফসল উৎপাদনে ভার্মি কম্পোস্ট সারের বিকল্প নেই। তাই স্থানীয় বাজারে ভার্মি কম্পোস্টের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও পরিসরে ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনের পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

রাজশাহী অঞ্চল

পত্নীতলায় গাছ লাগিয়ে আষাঢ়কে বরণ

পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে প্রতিবছরই আসে বর্ষার প্রথম দিন 'পহেলা আষাঢ়'। এ দিন একটি করে গাছ লাগিয়ে বর্ষাকে বরণ করে নেন নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার পুষ্টি উজ্জীবক, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী ও ইয়ুথ লিডাররা। দিনের শুরুতে প্রত্যেক পুষ্টি উজ্জীবক, ইয়ুথ লিডার এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারী নিজ বাড়িতে একটি করে পুষ্টি বাগান হিসেবে ফলের গাছ রোপণ করেন। এরপর উপজেলার প্রত্যেকটি কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গণে ফলের গাছ লাগানো হয়। সকলে মিলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং আষাঢ়ের প্রথম দিনটিকে রাঙ্গিয়ে তোলেন বৈচিত্র্যময় গাছের সৌন্দর্য্যে। সুন্দর পৃথিবীতে নির্মল বাতাসের আবহ অটুট রাখতে পুরো মাস জুড়ে দশ হাজার ফলের চারা লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

বেকারত্ব দূরীকরণে ভায়ালক্ষীপুর ইউনিয়নে গণগবেষণা সমিতির অনন্য ভূমিকা

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মামুনর রশিদ উপলব্ধি করেন যে বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা হলো বেকারত্বের সমস্যা। এ সমস্যা দূর করার অন্যতম উপায় হলো কর্মসংস্থান তৈরি করা– এমন উপলব্ধি থেকে তিনি ২০১৭ সালে গড়ে তোলেন 'মৃধা পান্নাপাড়া গণগবেষণা সমিতি'। রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার ভায়ালক্ষীপুর ইউনিয়নের পান্নাপাড়া গ্রামের ৪০ জন তরুণকে নিয়ে এই সমিতি গড়ে তোলেন মামুনুর রশীদ। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে 'ভোরের আলো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' নামে উক্ত সমিতির নিবন্ধন করা হয়।

যৌথ চিন্তা, যৌথ শক্তি, সংগঠনেই মুক্তি'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ভায়ালক্ষীপুর ইউনিয়নে তিনদিনব্যাপী এক গণগবেষণা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় পান্নাপাড়া গ্রাম থেকে মো. মালেক, রুবেল আলী, রায়হান আলী, মামুনুর রশিদ-সহ আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা থেকে ফিরে মামুনুর রশীদ সেপ্টেম্বর মাসে নিজ গ্রাম মৃধা পান্নাপাড়ায় আরেকটি গণগবেষণা কর্মশালার আয়োজন করেন। সেই কর্মশালা থেকে মামুনুর রশীদ-এর নেতৃত্বে মৃধা পান্নাপাড়ার ৪০ জন তরুণ একটি গণগবেষণা সমিতি তৈরির উদ্যোগ নেন।

২০১৮ সালে সমিতির নিবন্ধনের পর দুই শতাংশ মুনাফায় সমিতির তিনজন সদস্যকে গরু ও চারজন সদস্যকে ছাগল কিনে দেওয়া হয়। তারা বছর শেষে ঋণের টাকা পরিশোধ করে দেন। ২০২০ সালে সহজ শর্তে সমিতির পুঁজি থেকে সাতজনকে ভ্যান কিনে দেওয়া হয়। এতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। এভাবে এখন পর্যন্ত মোট ২০ জন সদস্যকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন।

'ভোরের আলো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি'র সদস্যরা এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন এবং করোনা সংকটের সময় মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। এছাড়া সমিতির সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৩ জনকে মাতৃত্বকালীন ভাতা, পাঁচজনকে বিধবা ভাতা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং স্থানীয় কৃষি কার্যালয় থেকে বিভিন্ন কৃষি প্রণোদনা প্যাকেজ পেতে স্থানীয় কৃষকদের সহায়তা করেন। এভাবে গণগবেষণা সমিতির মাধ্যমে মৃধা পান্নাপাড়া গ্রামের তরুণেরা বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছেন এবং গ্রামবাসীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলছেন।

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স,২/২ (লেভেলঃ ৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭
ফোনঃ ৯১৩ ০৪৭, ওয়েবঃ www.thpbd.org, ফেসবুকঃ facebook.com/THPBangladesh